

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর উৎসবে মেতেছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস

৥ বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ৥

শোভাযাত্রা, বিতর্ক, গান, নৃত্য, খ্রীতি ফুটবল, ক্রিকেট, ভলিবল ইত্যাদি বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে মঙ্গলবার অষ্টমবারের মতো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস পালিত হয়েছে। দিনভর ব্যস্তির মধ্যেও উৎসবে মেতেছিল পুরো ক্যাম্পাস। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বস্তরের ছাত্র-শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী দিবসটি উদযাপনে একসঙ্গে আনন্দ মেতে ওঠেন।

গতকাল ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮৮তম জন্মদিন। দিনটি কর্তৃপক্ষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস হিসেবে উদযাপন করেন। হল, বিভাগ, ইনস্টিটিউট সবকিছু ছিল সবার জন্য উন্মুক্ত, বর্ণাঢ্য আয়োজনে ঠান্ডা। প্রাক্তন নতুন ছাত্র-ছাত্রীদের পদচারণায় ক্যাম্পাস ছিল মুখর, প্রাণোন্মত। সকালে বিভিন্ন হল থেকে পৃথক শোভাযাত্রা আর সাবেক ভিসি ও এমিরেটাস অধ্যাপকদের সৃষ্টিগত গভেষ্টা বক্তৃতার মাধ্যমে শুরু হয় দিনের কার্যক্রম। এরপর টিএসসি কর্তৃপক্ষের নির্দেশনায় নাটক পরিবেশিত হয়। দুপুরে ভিসি অধ্যাপক ড. এনএনএ ফায়েরজের নেতৃত্বে বর্ণিল সাজে ছাত্র-ছাত্রীরা বের করে আকর্ষণীয় শোভাযাত্রা। তবে ব্যস্তির কারণে শোভাযাত্রাটির পুরো ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করা সম্ভব হয়নি। টিএসসির ভিতরে শুরু হওয়া শোভাযাত্রায় ভিসি, সাবেক ভিসি, এমিরেটাস অধ্যাপক, প্রো-ভিসি, কোষাধ্যক্ষ, বিভিন্ন অনুষদের ডিন, হলের প্রভোস্ট, বিভাগীয় চেয়ারম্যানসহ শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীরা অংশ নেন। শোভাযাত্রায় ছাত্রীরা লাল ও সাদা শাড়ি, মাথায় ক্যাপ এবং ছাত্ররা নানা রংয়ের টিশার্ট পরে অংশগ্রহণ করেন। টিএসসির মাঠে নানা রংয়ের একপুঞ্জ বেলায় উড়িয়ে বিশ্ববিদ্যালয় দিবসের সূচনা করা হয়।

কর্মসূচির মধ্যে সকালে ছিল আলোচনা সভা। সৃষ্টিগত বক্তৃতায় সাবেক ভিসি অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিয়া বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে অনেক আগেই পূর্ণতা অর্জন করেছে। এখন শিক্ষা ও গবেষণায় ছোঁয়া দেয়া দরকার। মৌলিক গবেষণার চেয়ে প্রায়োগিক গবেষণায় নজর দিতে হবে।

সাবেক ভিসি অধ্যাপক এ কে আজাদ চৌধুরী বলেন, শিক্ষার্থীদের যুক্তিবাদী হয়ে সমাজ ও দেশ গড়ার ভূমিকা রাখতে হবে। জ্ঞানের প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সারা বিশ্বকে জয় করতে হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে আরো আকর্ষণীয় করা দরকার।

সাবেক ভিসি অধ্যাপক আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গত ৮৭ বছর যাবৎ দক্ষিণ এশিয়ায় জ্ঞানের আলো প্রজ্জ্বলন করে চলেছে। সামনেও এ ধারা অব্যাহত রাখতে হবে।

ভিসি অধ্যাপক এস এম এ ফায়েরজ বলেন, আমরা এখন থেকে প্রতি বছরই এ দিবসটি পালন করতে চাই। তিনি জাতির কাল্পনিক লক্ষ্য ও আশা পূরণে জ্ঞান তপস্যায় লিপ্ত হওয়ার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান। এছাড়া প্রোভিসি অধ্যাপক আ ক ম ইউসুফ হায়দার ও উৎসবের আহ্বায়ক অধ্যাপক সৈয়দ আবুল কালাম আজাদ বক্তব্য রাখেন।

আলোচনা সভা ও শোভাযাত্রা শেষে দুপুরে ডিবেটিং সোসাইটির আয়োজনে টিএসসি মিলনায়তনে রমা বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। এরপর বিজ্ঞানভিত্তিক কর্মশালায় চিত্র উপস্থাপন করা হয়। সকাল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও উদ্যানভাষীদের জন্য হল খুলে দেয়া হয়। তারা নিঃশব্দ হল, বিভাগ ও ইনস্টিটিউট পরিদর্শন করেন।

বিকালে শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রের উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে তিনটি খ্রীতি ফুটবল, ভলিবল ও ক্রিকেট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম ম্যাচে ভিসি একাদশ বনাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই একাদশ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। পরে সাংবাদিক সমিতির সভাপতি একাদশ ও সাধারণ সম্পাদক একাদশ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। এরপর বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোয় ছাত্রদের নিয়ে একটি খ্রীতি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যায় টিএসসি মিলনায়তনে মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি আবাসিক হলের শিক্ষার্থীদের মাঝে ট্রে উন্নতমানের খাবার পরিবেশনের মাধ্যমে যবনিকা খটে বর্ণাঢ্য আয়োজনের। ১৯৮৩ সালে প্রথমবারের মতো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উদযাপন করা হয়।